দৈনিক বাংলা

701

তারিখ ৬/৮/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ত্র ঃ জিওসির ব্রীফিংয়ের পর পরিবেশ হয়েছিলো পৈশাচিক উল্লাসপূর্ণ

জিয়া হত্যার পর মঞ্জুর বিদ্রোহীদের শপথ করান

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরেই চট্টগ্রামের জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং তাঁর দফতরে সেনাবাহিনীর অফিসারদের তলব করেন। এবং হত্যাকান্ডের খবর প্রকাশ করেন। তিনি তাদের বলেন যে তিনি খুনীদের সঙ্গে রয়েছেন।

বাসসর এ খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত শ্বেতপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় দফা পূর্বানুবৃত্তি গতকাল প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়,

জেনারেল মঞ্জুর উপস্থিত প্রত্যেক অফিসারকে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে তাঁর প্রতি ও বিপ্লবী কাউন্সিলের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান।

এর আগে হত্যাকান্ডের কথা জানার পর জেনারেল মঞ্জুর তাঁর দফতরে যান এবং উপস্থিত সকল ডিভিশনাল স্টাফ অফিসার, বিগ্রেড কম্যান্ডার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট, কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী ও আর্টিলারী সেন্টার ও ডিভিশনাল

ট্রুপ কমান্ডিং অফিসারদের অবিলম্বে দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি তারপর তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

জেনারেল মঞ্জুর তাঁর ভাষণে বলেন দেশের শাসন যথাযথভাবে চলছে না। তিনি বলেন এর সংশোধন করতে বিপ্লবী পরিষদকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরে একই ধরনের শপথ গ্রহণ করানো হয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, বাংলাদেশ রাই-

ফেলস-এর চট্টগ্রাম সেক্টর কমান্ডার, চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, আট-ত্রিশতম লাইট এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট রেজিমেন্ট আর্টিলারী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বেস কমান্ডার ও তাঁর স্টাফ অফিসার (অপারেশন) এবং জেনারেল স্টাফ অফিসার-২ (অপারেশন)কে। তবে বিদ্রোহীদের প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কিংবা বিমান বাহিনী কোনো রকম উৎসাহজনক সমর্থন কখনও দেয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিদ্রোহ-উত্তর তৎপরতা জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের তড়িৎ প্রতিক্রিয়া

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফজলে হুসেইন ও ক্যাপ্টেন জামিলকে কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে সরিয়ে নেয়ার পর লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিলাওয়ার মেজর জেনারেল মঞ্জুরের বাসভবনে যান এবং সফল সম্ভাব্য-তার সঙ্গে সার্কিট হাউসে আক্রমণের বিস্তারিত ঘটনা বুঝিয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

বলেন। তারপর বিদ্রোহের নেতা অসামরিক পোশাকে ব্যক্তিগতভাবে তার স্টাফ কার চালিয়ে ৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতরে যান। সেখানে তিনি ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদারকে পান এবং তাঁকে মিলিটারী পুলিশ সৈটগুলোর ও সিগন্যাল সেন্টারে প্লাটুন শক্তির সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। কুমিল্লা হতে অনুগত বাহিনীগুলোর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্যে তিনি ৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানীকে শুভপুর ব্রীজে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমানের কাছ থেকে আরও নির্দেশ পেয়ে মেজর সালাম, ২০৩ ইনফ্যানটি্র বিগ্রেডের বিগ্রেড মেজর এবং ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, লেফটেন্যান্ট মোসলেহ-উদ্দীন ষষ্ঠ ইস্ট বঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ শুভপুর ব্রীজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং শুভপুর ব্রীজের ও ফেনী নদীর ওপর নতুন ব্রীজের কাছে অবস্থান গ্রহণ করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতর হতে তাঁর নিজের দফতরে ফিরে যান এবং উপস্থিত সকল ডিভিশনাল স্টাফ অফিসার, বিগ্রেড কমান্ডার, কমান্ড্যান্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী ও আর্টিলারী সেন্টার ও উপস্থিত সকল ট্রুপস কমান্ডিং অফিসারকে অবিলম্বে দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন এবং তাদের বলেন, কয়েকজন তরুণ অফিসার প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছেন এবং তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যে দেশ যথাযথভাবে শাসন হচ্ছে না এবং একটি বিপ্লবী পরি

ষদকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এর সংশোধনের জন্যে। উপস্থিত প্রত্যেক অফিসারকে তিনি পবিত্র কোরান ছুঁয়ে আনুগত্যের শপথ নিতে বলেন। তাঁর দফতরেই একটি কোরান শরীফ রাখা হয়েছিলো। এর পর তিনি উপস্থিত প্রত্যেক অফিসারকে তাঁকে ও বিপ্লবী পরিষদকে সমর্থন করার অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকলেই পবিত্র কোরান স্পর্শ করেন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে সকাল আটটা হতে কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, বাংলাদেশ রাইফেলস-এর চট্টগ্রাম সেক্টর কমান্ডার, চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, আট ত্রিশতম লাইট এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট রেজিমেন্ট আর্টিলারী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বেস কমান্ডার ও তার স্টাফ অফিসার (অপারেশন) ও জেনারেল স্টাফ অফিসার-২ (অপারেশন) ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে এসে পৌঁছেন: তারা জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একই ব্রীফিং ও শপথ গ্রহণের পুনরাবৃত্তি করা হয়। তবে বিদ্রোহীদের প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কিংবা বিমান বাহিনী কোনো রকম উৎসাহজনক সমর্থন কখনও দেয়নি।

ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের পরিবেশ

জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের ব্রীফিংয়ের পর ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের পরিবেশ হয়েছিলো পৈশাচিক উল্লাসপূর্ণ। অফিসারদের মধ্যে কানাঘুষা আলোচনা পূর্ণ মাত্রায় চলতে থাকে।

সবচে সক্রিয় ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিলওয়ার। লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিলওয়ার ছিলেন দারুণ উত্তেজিতভাবে তৎপর, তিনি জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের দফতরে যাওয়া-আসা করছিলেন এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতি ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুবের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দিচ্ছিলেন। অন্যান্য যাদেরকে ওই সময় দারুণ তৎপর দেখা গিয়েছিলো। তাহা হলেন : যথাক্রমে মেজর খালেদ মেজর ইয়াজদানী, মেজর মোজাফফর, মেজর গিয়াস, ও মেজর মোমিন। মেজর খালেদ ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে বার বার যাওয়া-আসা করছিলেন। বিগ্রেডিয়ার মহসিনকে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে রেখে দেয়া হয়েছিলো এবং জেনারেল মঞ্জুর গিয়েছিলেন ডেপুটি কমিশনারের অফিসে গিয়েছিলেন সৈন্য সিভিল অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং

কর্নেল রশিদ ও কর্নেল নওয়াজেশের সঙ্গেই পরামর্শ করেছিলেন। শনিবারে সারাদিন ভদ্রলোকের মেজাজ খুবই খোশ ছিলো এবং মনে হয়েছিলো তিনি যেন উদ্দীপনায় টগবগ করছিলেন।

সৈন্য মোতায়েন

১৯৮১ সালের ৩০শে মে সকাল এগারোটায় জেনারেল অফিসার কমান্ডিং তাঁর দফতরে সকল বিগ্রেড কমান্ডার, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের কমান্ড্যান্ট ও ডিভিশনের গ্রেড-১ অফিসারদের তলব করেন এবং তাদের নিম্নবর্ণিতরূপে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দেন :

১। বাইরের যে কোনো হুমকির বিরুদ্ধে নিজ দায়িত্বাধীন এলাকার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্য মোতায়েনের রূপরেখা ছিলো নিম্নরূপ :
   (ক) শুভপুর- সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম প্রবেশের পথ বন্ধ কর,
   (খ) প্রতেঙ্গা, ফৌজদারহাট ও কুমিরা সাগরতীরে অবতরণে বাধা দাও,
   (গ) চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ও সমুদ্র বন্দর রক্ষা কর,
   (ঘ) চট্টগ্রাম সেনানিবাস রক্ষা কর।

২। (ক) ৩০৫ ইনফ্যানটি্র বিগ্রেড গ্রুপকে শুভপুর-সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম রক্ষার এবং কুমিরায় সমুদ্র উপকূলে অবতরণ ঠেকানোর দায়িত্ব দেয়া হয়।
   (খ) ৬৫ ইনফ্যান্টি্র বিগ্রেড গ্রুপকে চট্টগ্রাম রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।
   (গ) ৬৯ ইনফ্যান্টি্র বিগ্রেড গ্রুপকে চট্টগ্রাম বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর এবং রেডিও ট্রান্সমিটিং স্টেশন সহ কালুরঘাট এলাকা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহফুজের আগমন

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহফুজ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহতাব ও ক্যাপ্টেন মাজহার ইতিমধ্যেই সার্কিট হাউস ত্যাগ করেন এবং ডিভিশনাল কমিশনারের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে বেলা এগারোটা তিরিশ মিনিটের দিকে প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয় এবং মেজর ইয়াজদানী উক্ত তিনজন অফিসারকে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে ৬৯ ইনফ্যানটি্র বিগ্রেড মেসে রাখেন।"

প্রেসিডেন্টের দাফন

'৮১'র ৩০শে মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেজর মুজাফফর, মেজর শওকত আলী ও মেজর রেজা কিছু সৈন্য নিয়ে সার্কিট হাউসের উদ্দেশ্যে ডিভিশন হেড কোয়ার্টার ত্যাগ করেন। ঐ দিনই বেলা ১২টায় মেজর রেজা গার্ড রেজিমেন্টের দুয়েকজনকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসেন। মেজর শওকত আলীর সঙ্গে মেজর মুজাফফর মহামান্য প্রেসিডেন্টের, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানের ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ নিয়ে একেবারে যা-তাই করে সেগুলো বিছানার চাদরে জড়িয়ে রাঙ্গুনিয়া (কাপ্তাই সড়কে) থানার পাথরঘাটা নামক একটি গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে গ্রামের এক মওলানার সাহায্যে তাঁরা কোমর অবধি খোঁড়া ৮ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া একটি অগভীর কবরে লাশ তিনটি দায়সারাভাবে কবর দেন।

জওয়ানদের উদ্দেশে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং-এর ভাষণ

৮১'র ৩০শে মে বেলা ১২টায় জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ২৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ৮১'র ৩১শে মে সকাল থেকেই এটা সম্ভবত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বিদ্রোহের ব্যাপারে জওয়ানরা যে রকম আশা করা হয়েছিল সে রকম উৎসাহী নয় এবং জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ব্যক্তিগতভাবে সব ইউনিট পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। ৮১'র ৩১শে মে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ১১ ও ২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আর্টিলারী সেন্টার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, ৩৫ সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যাটালিয়ন, ৩১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স, ১৮ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও ৩৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিদশর্ন করেন এবং সেসব জায়গায় তিনি অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তাঁকে ও বিপ্লবী পরিষদকে সমর্থন করার জন্যে তাদের প্রতি আহবান জানান। জওয়ানরা তাঁর আহবান শুনে খুব নিরুত্তাপ মনোভাব দেখায়, অখুশী মেজাজে তারা নিজেদের মধ্যে গুঞ্জরণ করে এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-এর সমর্থনে প্রত্যাশিত ভাবে হাত তোলেন। আর্টিলারী সেন্টার ও স্কুলে বক্তৃতা দেয়ার পর বিদ্রোহী নেতার চেহারায় স্পষ্ট ভাবে উদ্বেগমিশ্রিত অখুশী মনোভাবের ছাপ দেখা যায়।

বেসামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-এর ভাষণ

৮১'র ৩১শে মে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রামের সবস্তরের বেসামরিক কর্মকর্তাদের এক সমাবেশে প্রায় দেড় ঘন্টা ভাষণ দেন। সেখানে অন্যান্যের মধ্যে কমিশনার, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ব্যাংক ও বন্দরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সে সমাবেশে তিনি তাঁদের ঢাকা রেডিও না শোনার হুকুম দিয়ে এবং কোন অফিসার যেন দুই নৌকায় পা না দেন সেজন্য তাঁদের হুশিয়ার করে দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তাঁর ভাষণে সরকারের তীব্র সমা-

লোচনা করেন। বন্দর কর্তৃপক্ষকে তিনি কোন জাহাজ চলাচল করতে না দেয়ার নির্দেশ দেন, এবং ঢাকায় কোন পেট্রোল, তেল ও লুব্রিক্যান্ট পাঠাতে নিষেধ করেন। রেডিও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম-এর রিজিওন্যাল ডাইরেক্টরকে তিন তাঁর নির্দেশ মেনে চলার ও ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান চালু রাখার আদেশ দেন। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংক হিসাবে কাজ করতে হবে এবং স্থানীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের ব্যাংকিং কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে বলে তিনি নির্দেশ দেন।

জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং-এর সমর্থন সংগ্রহের প্রয়াস

মেজর জেনারেল মঞ্জুর ক্যারিয়ার পাঠিয়ে সিগন্যাল মেসেজ দিয়ে এবং স্থানীয় দূত পাঠিয়ে প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থায় বিভিন্ন সংগঠন, বাংলাদেশ রাইফেল, পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগ (হাসিনা)-এর সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। মনে হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে একটি অত্যন্ত ক্ষীণ সমর্থন ছাড়া তিনি তাঁর বিদ্রোহের সপক্ষে কোন নৈতিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। জওয়ানদের উদ্বুদ্ধ ও জনসমর্থন লাভ করার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে রেডিও ও টেলিভিশনে নানা রকম বুলেটিন দেন।

দলত্যাগ

২৪ পদাতিক ডিভিশনের জওয়ানরা বিদ্রোহের পরিণাম সম্পর্কে ক্রমশ আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে থাকে। তারা কিছু কিছু সৈন্য দল ত্যাগ করতে শুরু করে। বেলা ১১টার মধ্যে ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২৬ ইস্ট বেলঙ্গ রেজিমেন্ট ও ৩৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা শুভপুর ব্রিজ পার হয়ে অনুগত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। বেলা সাড়ে ১১টায় ফিল্ড রেজিমেন্ট, আর্টিলারী, ৩০৫ পদাতিক বিগ্রেড সদর দফতর, ১১৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানী, ৩১ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এবং ২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরাও একই পথ ধরে।

আপোস-আলোচনা

৮১'র ৩১শে মের বিকাল পড়তেই বিদ্রোহী নেতা মেজর জেনারেল মঞ্জুর ও সঙ্গী-সাথীরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেয়ালের লিখন পড়তে পারেন। ৮১'র ৩১শে মে বিকাল ৬টায় জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং বিগ্রেড/ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার ও তাঁর স্টাফ অফিসারবৃন্দসহ গ্যারি-

সনের সিনিয়র অফিসারদের একটি বৈঠক ডাকেন। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আপোস-আলোচনা শুরু করা উচিত কি-না সে সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানতে চান। শুধু লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিলাওয়ার বাদে সবাই বলেন, আপোস-আলোচনাই একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান। বিকা সাড়ে ৬টার দিকে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং বিগ্রেডিয়ার হান্নানকে ঢাকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করার জন্যে মনোনীত করেন। জেনারেল মঞ্জুরের ডিক্টেট করা একটি বক্তব্য নিয়ে বিগ্রেডিয়ার হান্নান সেনাবাহিনীর সদর দফতরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। জেনারেল মঞ্জুর সে বক্তব্যে বলেন, 'আমার মনে হয়, আপোস-আলোচনার কিছু অবকাশ আছে। চট্টগ্রামে আপনাদের দুজন আলোচনাকারী পাঠাতে হবে এবং তা রেডিওয় ঘোষণা করতে হবে, আর সেই সঙ্গে রেডিও বাংলাদেশকে বিপ্লববিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করতে হবে।'

(চলবে)